সংবাদ

তারিখ 23 APR 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

# বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবসের ভাবনা

## শুভাশিস ব্যানার্জি শুভ

শক্ত করতে হলে সর্বাগ্রে সবার মনে বই সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। কেননা, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির সার্বিক উন্নতি আদৌ সম্ভব নয়। আর সে কারণেই সবার মধ্যে বইয়ের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে ইউনেস্কো ২৩ এপ্রিলকে 'বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস' ঘোষণা করে। এই দিনটিকে গ্রন্থ দিবস হিসেবে নির্বাচনের অন্তরালের মূল কারণ হচ্ছে এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্ব সাহিত্যের দুই মহান ব্যক্তি শেক্সপিয়ার ও গারভান্তেস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালিত হয়।

মানুষের বই এবং বই কেন্দ্রিক অন্যান্য বিষয়ে চর্চা বহু আগে থেকে চলে এলেও আন্তর্জাতিক ফোরামে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা একেবারেই নতুন। জাতিসংঘ যাত্রার পর থেকে বিশ্বে বিরাজমান যুদ্ধ, হানাহানি, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, শক্তির মহড়া, মানবাধিকার লংঘন, নির্যাতন- এসবই ছিল আলোচনা ও ভাবনার ক্ষেত্র। উন্নয়নের কর্মসূচির পথে বিশ্ববাসীর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মনোযোগ বিস্তৃত হয় ক্রমেই। গ্রন্থ দিবস এবং এর উদযাপন বিশ্বসভার সংস্কৃতির ধারণার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির-ই প্রতিফলন। বই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। একটি উত্তম গ্রন্থ মানুষের পরম আশ্রয়। একটা সময় ছিল যখন অবসর সময় মানেই বইয়ের সঙ্গে সখ্য। সুন্দর উপহার মানেই বই। বইয়ের সংগ্রহ থাকা মানেই সমাজের সম্মানীত ব্যক্তি। আর যারা লেখক-প্রকাশক ছিলেন তাদের প্রতিও ছিল সাধারণ মানুষের অশেষ শ্রদ্ধা। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে এসব অনেকাংশেই এখন বাধাগ্রস্ত। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল সমারোহ অতিক্রম করে যাচ্ছে বইয়ের আবেদনকে। এখন আর অবসর সময় মানেই বই নয়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ডামাডোলে গ্রন্থের ভবিষ্যৎ কি হবে কিংবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কতটা জ্ঞানী হয়ে উঠতে পারবে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহলের সংশয় থেকেই যাচ্ছে। তবুও একটি বিশেষ শ্রেণীর কাছে বইয়ের প্রতি মানুষের ভালবাসা চিরন্তন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে উন্নত হচ্ছে বই প্রকাশনা, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন। ক্ষেত্রবিশেষ বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। বইয়ের চাহিদাও উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিষয়, প্রকাশনা শৈলী ও প্রচার বৈচিত্র্যে বই যেন আরও আকর্ষণীয় ও সমাদৃত হয় সেই লক্ষ্য নিয়ে কর্ম পরিকল্পনা চলছে। ভাল বই সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, প্রকাশ ইত্যাদিতে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় যে গতি, প্রাণ ও চমক সৃষ্টি হচ্ছে তা গ্রন্থ জগৎকে প্রতিনিয়ম দারুণ আকর্ষণীয় করে তুলছে। প্রযুক্তির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে বাড়ছে পাঠক চাহিদা, পাঠক বৈচিত্র্য, রুচি ও পাঠ হৃদয়ঙ্গম করার ভীক্ষ্ণতা। সুতরাং আধুনিকতা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রসার গ্রন্থজগতকে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাহত করলেও বৃহৎ ক্ষেত্রে করছে গতিশীল। বাংলাদেশে প্রথমবার দিবসটি পালিত হয় ২০০০ সালে। বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদ আয়োজন করে র‍্যালি ও বিবিধ আলোচনা সভা। পরিষদ এই দিবসে ভবিষ্যৎ বইমেলা, পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থ ও গ্রন্থপাঠ প্রভৃতির আয়োজন করা হবে মর্মে আশা প্রকাশ করে। যদিও তাদের সেই আশা অনেকাংশেই উদ্যোগের অভাবে বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের কোন কোন সংস্থা বিশেষ করে ইউনেস্কো বিভিন্ন দেশে দিবসটি পালনে উদ্বুদ্ধ করছে। ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের প্রতিটি স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে আন্তর্জাতিক বই দিবস উপলক্ষে একটি করে বই উপহার দেয়ার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ৫ জানুয়ারি থেকে ইংল্যান্ডে সব স্কুল প্রধান শিক্ষকের কাছে আন্তর্জাতিক গ্রন্থ দিবসের বাণী সংবলিত পোস্টার ও লিফলেট পৌছানো হয়। বাংলাদেশে বইয়ের প্রসার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বই ক্রয় করা হয় এবং স্কুল-কলেজে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠমনস্ক করে তোলার জন্য বেসরকারি পর্যায়েও বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। এতসবের পরও বাংলাদেশে এখন বিপুল পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠেনি। পাঠাভ্যাসের আলো বিতরণের জন্য পাঠাগার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠনের সংখ্যা নিতান্ত-ই নগণ্য!

বই জ্ঞানের ভাণ্ডার। বই মানুষের সব সময়ের বন্ধু, নিত্যসঙ্গী। ভাল বই পাঠাভ্যাসের ফলে একজন মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তা-চেতনা প্রসারিত হতে পারে। বই রাখতে পারে সুস্থ এবং সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা। মোট কথা, বইয়ের বিকল্প হতে পারে শুধুই বই। বিশ্ব গ্রন্থ দিবসের প্রেরণা ও অঙ্গীকার হতে হবে, বিশ্বের সব মানুষ গ্রন্থপ্রিয় মানুষে পরিণত হোক। সেটাই হবে আজকের দিনের প্রত্যাশা।